৩

JAN. 04 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ .....

অষ্টম ঢাকা বইমেলা ঃ সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য বই

শুরু হলো জাতীয় গ্রন্থবর্ষের যাত্রা

সুষ্ঠ সমাজ গঠনের জন্য বই- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শুরু হলো 'পক্ষকালব্যাপী অষ্টম ঢাকা বইমেলা।' নতুন বছরের প্রথম দিন মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে এই মেলার

আতিক হেলাল

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৯৪ সাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ভিন্ন আঙ্গিকে ঢাকা বইমেলার আয়োজন করে আসছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। এটি পরিপূর্ণভাবে গ্রন্থপ্রকাশকদের মেলা। দেশের বাইরে থেকেও আগ্রহী প্রকাশকরা এতে অংশ নিয়ে থাকেন। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মোট ১০৮টি দেশী প্রকাশনা সংস্থার স্টল ছাড়াও এবার বিদেশী স্টল রয়েছে চারটি। এগুলো হলো- পশ্চিমবঙ্গ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড, ইরান কালচারাল সেন্টার এবং জাপান ও বিশ্বব্যাংকের স্টল ইত্যাদি। মেলায় দেশী প্রকাশকরা তাদের প্রকাশিত বই ২০ শতাংশ কমিশনে বিক্রি করবেন। বিদেশী প্রকাশকরাও বই বিক্রি করবেন তাদের নির্ধারিত কমিশনে। উল্লেখ্য, যেসব প্রকাশকদের গত পাঁচ বছরে কমপক্ষে পঁচিশটি বই এবং গত এক বছরে ন্যূনতম দশটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তারাই এই মেলায় অংশ নেয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। গত বছরের সপ্তম ঢাকা বইমেলায় অংশ নিয়েছিল মোট ৭৫টি স্টল।

১ থেকে ১৫ জানুয়ারী প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সকলের জন্য এই মেলা উন্মুক্ত থাকছে। এবার দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ মূল্য ধরা হয়েছে ২ টাকা। তবে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে প্রবেশের ব্যবস্থা। এদিকে অষ্টম ঢাকা বইমেলা উপলক্ষে রেডিও টেলিভিশনসহ পত্রপত্রিকায় প্রচারণা চালানো, পোস্টার প্রকাশ এবং নগরীর সড়কদ্বীপে ব্যানার-ফেস্টুন ইত্যাদি

প্রথম দিনেই ছিল ক্রেতাদের ভিড় *ছবি ঃ শাহজাহান শাহু*

প্রদর্শন করা হচ্ছে। মেলার প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়েছে।
সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান জানান, বর্তমান সরকার ঢাকা বইমেলার জন্য একটি স্থায়ী ভেন্যু নির্ধারণ করবে এবং আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার ক্যালেন্ডারে ঢাকা বইমেলার নামও অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হবে।

সাত বছর পর

পহেলা জানুয়ারীকে 'জাতীয় গ্রন্থদিবস' হিসেবে পালনের যে ঘোষণা ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দিয়েছিলেন দীর্ঘ সাত বছর পর তা বাস্তবায়নের মুখ দেখতে পাচ্ছে।
বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। পহেলা জানুয়ারী জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত ঢাকা বইমেলা উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া 'জাতীয় গ্রন্থদিবস' ছাড়াও ঐদিন থেকে সাতদিনব্যাপী 'জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহ' পালন এবং সেই সাথে ২০০২ সালটিকে 'জাতীয় গ্রন্থবর্ষ' হিসেবেও ঘোষণা দিলেন।
ফ্ল্যাশব্যাক ঃ বিগত বছরের ঢাকা বইমেলা ১৯৯৪ সালের পহেলা জানুয়ারী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিবছর পহেলা জানুয়ারী 'জাতীয় গ্রন্থদিবস' এবং ১ থেকে ৭ জানুয়ারী 'জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহ' পালনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর থেকেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর পহেলা জানুয়ারী ঢাকায় পক্ষকালব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের 'ঢাকা বইমেলা' আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৯৫ সাল থেকে এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

/১০ এর পাতায় দেখুন/